

অলস দিনের চিঠি

নভেম্বর মাস। এই বছরটা শেষ হতে আর মাত্র ছয়টি সপ্তাহ। তারপর নতুন আর একটি বছর পাবো জীবনের খাতায়। এই সময়টা পৃথিবীর সবখানেই প্রায় বেশ ব্যস্ত সময় যায়। এই যেমন আমি ক্রেতা ভোক্তা চাহিদা সরবরাহ নিয়ে উঠে-পরে লেগেছি। কারণ ওইখান থেকেই আমার জীবন চলার রসদ আসে।

আজকে লিখতে বসতে চাইনি। একটু জিরিয়ে নেবার ইচ্ছা ছিল আজকের দিনটায়। কিন্তু বললেই কি হয়? বা ভাবলেই কি হয়? আমাদের যে কয়জন আড্ডাবাজ আছে তাদের কয়েকজন সকাল বেলাতেই বলে দিল আসছি। আমিও কি আর না বলতে পারি। সকাল দশটার আগেই এসে হাজির। রায়দা বললেন কি দিগন্ত লেখায় এত মস্তুর গতি কেন? দাদু বললেন তার এখন কাজের সময় না! দাদু মানে আফজাল দাদু। আমি বললাম কই আমি তো লিখেই যাচ্ছি। এই কথা বলতে বলতে বীথি এসে হাজির। শনিবারের ও রবিবারের দিনটায় সে পন করেছিল রোজা রাখবে। তাই সে রোজা রেখেছিল। সে এসে যখন দেখলো আমরা সবাই খাচ্ছি আর গল্প করছি তা দেখে তার আর রোজার কথা মনেই রইলো না। প্লেট একটা নিয়ে সেও আমাদের সাথে বসে পড়লো। খেতে খেতে দাদুকে সে বলে উঠলো দাদু জানো আমি না আজকে রোজা রেখেছিলাম। কিন্তু আপনারা খাচ্ছেন তা দেখে আর জিহবাকে থামাতে পারলাম না। আমার বাড়ীর প্রায় সবাই আজকে সকাল সকাল বাইরে গেছে। আমাকে খানা পিনা কিছু দিয়ে গেছে যে গুলো আমরা বসে বসে খাচ্ছি। এমন সময় দাদু বললেন তো তুমি রোজা রাখলা আবার কি মতলব নিয়ে। ও বললো কোন মতলব নয় দাদু। এই দুই দিনটায় রোজা রাখলে আমার জন্য ভালো। কেননা, আমার রান্না করতে হয়না। একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারি। কাজের দিনে বাইরে কিনে খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতে পারি। রায়দা বলে উঠলেন আরে দাদু বুঝলেননা আপনি। ও চাইছে, একটু কম খেয়ে মেদ না বাড়িয়ে শরীরটাকে আকর্ষণীয় করে রাখতে। এবার দাদু বললেন ওহ সেই কথা। তো বীথি তুমি এমনতেই তো সুন্দরী, এত রূপ দিয়ে কি করবে? বিয়েও তো করলা না। বীথি সাথে সাথে বলে উঠলো দাদু বুঝলেন না, রায়দার চোখ পরেছে আমার উপর। কে জানে কখন কি করে বসে। রায়দা অমনি বলে উঠলেন আমারও যখন বৌ নাই তখন একটা বৌ জোগার করতে পারলে ক্ষতি কি? সবাই আমরা একসাথে হেসে উঠলাম। এর পর আরো ঘন্টা খানেক কথা বললাম। আজকের দিনটা কেন জানি আমাদের জমলো না। এরপর দাদু ও রায়দা ঠিক করলেন দুপুরে একটু ঘুরে ফিরে পরে বাইরেই খাবেন আজকে। তাদের সাথে বীথিও বললো আমি ও তাহলে আপনাদের সাথে বাইরেই খাবো। আমাকে সাথে নিতে চাইল। আমি বললাম বাড়ীতে কেউ নাই। তাছাড়া কাজ করতে করতে পেরেশান হয়ে গেলাম পুরা সপ্তা ধরে। আজকে আমাকে বাড়ীর পাহারায় বসিয়ে দিন। আপনারা ঘুরে আসুন।

আমি ঘরে একা একা বসে বসে ভাবছি লিখতে। কি লেখা যায়? আমার লেখা 'হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা' লেখার বিরোধীতার জন্যতো কেউ কেউ কোরাণ

রচনা শুরু করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ নতুন ভাবে রচনায় হাত দিয়েছে। আবার কোন গাঞ্জুরী গজল রচনা করে। দেখে বেশ লাগছে। মন্দ নয়। মনে মনে প্রশ্ন জাগে, কেন হে দেশীরা.. খুনী, খুনের মদদ দাতা, লম্পটেরা, বাটপারেরা- বড্ড লাগে আমার কথায়? স্বরূপ দেখিয়ে দেই বলে? যাক, মোহাম্মদের কোরান রচনা বা বাল্লীকির রামায়ন রচনায় সারসংক্ষেপ পাঠক ও লেখকই বুঝে নিচ্ছেন, বুঝে নেবেন।

ভিন্নমতে ইদানিং এর লেখাগুলো দেখে মাঝে মাঝে কিছু বলতে ইচ্ছা করে। আবার ভাবি আমি কি এমন জানি যে বলতে পারি। মন্তব্য করতে পারি? তবুও আজকে সাহস করে দুই চারটি কথা বলে ফেলবো।

আমাদের মঞ্চ ভিন্নমত ও মুক্তমনা। যেখানে এসে আমরা মনের কথা গুলো বলতে চাই। বলেফেলি। ঘাত প্রতিঘাত, আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলে। যুক্তি তর্ক করে যাই। তবে মাঝে মাঝে এমন কিছু লেখা আসে তা কোন ক্রমেই যোগ্য বলে মনে করতে পারিনা। আচ্ছা এই কথাটি বললে কেমন হয়? “আমাদের যুদ্ধ আদিমতার বিরুদ্ধে মানবতার চাষ”। বেশীরভাগ লেখকই চেয়ে যাচ্ছেন মানুষের কাছে মানবতার প্রকৃত অর্থ ফুটে উঠুক। তার মাঝ খানে কিছু আদিম মানুষ যা প্রকৃত অর্থে “গুহা মানব” এসে বার বার পড় করার চালে ব্যস্ত থাকেন। বাধা গ্রস্ত হয় যাত্রা। ইচ্ছা করলে আমরা কি পারিনা, সেই আদিম মানুষদের নিজেদের নিজস্বতায় গড়ে ওঠা মঞ্চ পাঠিয়ে দিতে?

ব্যক্তি কুদ্দুস খানের অর্থনীতি বিষয়ক লেখা গুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেন জানি তিনি আর দেশের কথা লিখছেন না। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি নিয়েই ব্যস্ত। আশা করতে ক্ষতি কি, হয়তো তিনি লিখবেন আগামীতে। ভাবতে ভালো লাগে সেই দিনের চারাগাছ ভিন্নমতে আজকে ফলে ফুলে পূর্ণ। অক্লান্ত পরিশ্রমী এই চাষীর বাগান উন্মুক্ত মানুষের জন্য খেটে যায়। জয়তু হে জয়তু ॥

ডঃ জাফর কে নিয়ে দ্বিমতের শেষ নাই। কেউ শান্তিতে নাই। অক্লান্ত পরিশ্রমে পাওয়া এই ডিগ্রিটা তিনি নামের আগে ব্যবহার করলে কেন যে মানুষ জ্বলে পুড়ে মরে জানিনা। শক্তিশালী মানুষের পেছনে লাগা দুর্জনের অভাব হয়না। সবার সব শক্তি থাকে না, আর যার যা থাকে না সে তো সে জন্য ইসাঁ করবেই। তাতে কি। “পাড়িদেয়া তরি নিয়ে চলো মাঝি ভয় নাই, আসুক না ঝড়, আসুক না তুফান। মানবের শত্রু তুফান ঝড়। আছি আমরা যাত্রি মাঝি তোমারই সাথে। বাহুবলে চালাও তোমার বৈটা। হাল ছেড়ো না মাঝি, হাল ছেড়ো না” ॥

অভিজিৎ রায়। যিনি ভারতের “র” এর এজেন্ট বলতে কেউ লেউ লজ্জা পান না। বার বার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া লোক। সাহস নয় বলতে হবে শক্তি কম নয়। শক্তিশালী মানুষেরাই পারে শুধু বলতে। শুধু মাত্র গত এক বছর কালের তার লেখাগুলো দেখে মনে হলো সে শুধু শক্তিশালী নয় বিশাল শক্তির অধিকারী। কোব্বাতেরা (কোব্বাত, দেশে আমাদের এলাকার বেশ পরিচিত পাগল) এই লোকটিকে কখনো

র, কখনো কাঁচা, কখনো পাকা যত্নসব আজগুবি কিচ্ছা শুনিতে বেড়ায়। এই লেখকের বেশ কিছু ভালো ভালো লেখার মধ্যে থেকে বিজ্ঞানময় কিতাব লিখে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন এই লেখক গবেষনার পাশ ঘেঁসে চলেন। তার বিরোধীতা করতে তাকে “র” এর কাঁচা পাকা এজেন্ট না বানিয়ে নিজেদের জ্ঞানের বহর দিয়ে একটা বিজ্ঞানময় রামায়ন বা মহাভারত লিখে প্রতি উত্তর করতে পারলে বোঝা যেত কে কার এজেন্ট।

ফতেমোল্লা। যিনি আমার লেখার শালীনতার প্রশ্ন নিয়ে প্রথমে নেটে লিখেছিলেন। “কাঁচা বিধে প্রাণ যায়, সহায় সম্বল, সেতো নাইই ভাই, কোথায় শালীনতা পাই?” এই লোকটিকে আমি ইদানিং মাঝে মাঝে মনে মনে বকাবকি করি। অ-নিয়মিত ফতেমোল্লার উপস্থিতি আর সহ্য হয়না। সেই সুখ পাঠ্য কোথায় নির্বাসিত ফতেমোল্লা? জানেন কি ফতেমোল্লা, আপনার লেখার অভাবে কত মানুষ স্নায়ুর ক্ষুধা নিয়ে রাত্রি যাপন করে? জানলে হয়তো কস্ট দিতেন না। তবুও কি-ই-বা আর বলি, ধন আপনার ভাই, দিলে খাই না দিলে নাই, এভাবেই দিন কাটাই। বিশাল চিন্তার ফসল নিয়ে আপনার হাজিরা চাই। মাঝে মাঝে যা লিখেন তা অনেকটা আধ পেটা খেয়ে বাচার মতো। আপনি লিখেন না কেন? কি এমন অসুবিধা আপনার?

প্রিয় সুন্দর অনেক লেখকই আছেন। নিরব যোদ্ধা, কলম সৈনিক, আবুল কাশেম। কি এমন ক্ষতি আপনার, দুই চারটা লেখা বাংলায় ও লিখতে? বাস্তবতার নিরিখে শান্তির সাহসী যোদ্ধা। অধিক আলোকিত হোক জীবনের প্রতিটি ধাপ আপনার ও সবার।

হাবিব। যিনি লন্ডন থেকে লিখেন। অভিজ্ঞ মানুষ লেখাই প্রমাণ করে। চিন্তার গভীরে ফলিত ফসল দিয়ে যান। আজ না হোক কাল কাজে আসবে।

আমি জানি **নন্দিনীর** চোখে আমি এক জঘন্য মানুষ। অশালীন মানুষ। যে শুধু তার জাতি গোষ্ঠিকে গালাগাল করে। তাতে কি। সে তার মতামত রেখেছিলেন। তবে ইদানিং খোলসের পাজর ভেঙ্গে নন্দিনীর সুপ্ত মনের প্রকাশ মনে সুখ দেয়। তার গত কয়েকটি লেখা বেশ ভালো হয়েছে। নন্দিনী, আমরা সবাই মানুষ। শরীরে লাল রক্তই বহন করি। কেন যে কটু কথা বলি? তা কি সুখে বলি?

পৃথিবীর সবাই সুখী হোক। শান্তিতে থাকুক।

দিগন্ত বড়ুয়া
১৫/১১/২০০৩